দরসে দাওয়াহ্ হিন্দুইজম্-পর্ব-৮

আজ আমরা ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম অবতার সম্পর্কে আলোচনা করবো..

বামন অবতার

নৃসিংহ অবতার

বরাহ অবতার

বরাহ অবতার

প্রলয় জলধিগর্ভে নিমজ্জমান পৃথিবীকে উদ্ধার করার জন্য ভগবান বরাহ (শুকর) রূপ ধারণ করে ছিলেন। কথিত আছে সয়ম্ভুর মনু একবার অত্যন্ত বিনীত ভাবে হাত জোড় করে তার পিতা ব্রহ্মাকে বলে ছিলেন যে, একমাত্র আপনিই সমস্ত প্রাণীর জন্মদাতা। আপনিই জীবিকা দানকর্তা। আপনাকে প্রণাম করি। আমি যে কর্ম করে থাকি তা দ্বারা আপনার যৎ সামান্যই সেবা করা হয়। আমাকে আপনার সেবা করার অনুমতি দিন। মনুর কথা শুনে ব্রহ্মা বললেন-হে পুত্র! তোমার কল্যাণ হোক। আমি তোমার উপর প্রসন্ন হয়েছি। কারণ তুমি আমার অনুমতি প্রার্থনা করেছ এবং আত্মসমর্পণ করেছ। পুত্রের উচিত হলো পিতাকে এরকম ভাবেই সেবা করা। পুত্রের কর্তব্য হলো তার পিতার আজ্ঞা শ্রদ্ধা পূর্বক পালন করা। তুমি ধর্ম সম্মত ভাবে পৃথিবীকে পালন করো। যজ্ঞ দ্বারা শ্রী-হরীর আরাধনা করো। সুষ্ঠুভাবে প্রজা পালন হলো আমার শ্রেষ্ঠ সেবা। মনু তখন বললেন, পূজ্যপাদ! আপনার আদেশ আমি অবশ্যই পালন করব। তবে সমস্ত প্রাণীর বাসস্থান পৃথিবীতো এখন প্রলয় জলধিগর্ভে ডুবে রয়েছে। আমি সেই পৃথিবী কী করে পালন করব? পৃথিবীর অবস্থা শুনে ব্রহ্মা খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি পৃথিবী উদ্ধারের কথাই চিন্তা করছিলেন। এমন সময় তার নাক থেকে হঠাতই বুড়ো আংগুলের সমান একটি বারাহ শিশু বের হয়ে এলো। দেখতে দেখতে সেই বরাহ শিশু পর্বতের ন্যায় বিশাল আকৃতি ধারণ করে গর্জন করতে লাগল।

ভগবানের মায়া বুঝতে ব্রহ্মার সময় লাগলনা। তিনি করজোড়ে তার স্তুতি করতে লাগলেন। ব্রহ্মার স্তুতিতে বরাহ রূপী ভগবান খুশি হলেন। তিনি জগতের মঙ্গলের কথা চিন্তা করে তা উদ্ধারের জন্য জলেডুব দিলেন। কিন্তুত্রিলোক বিজয়ী এক মহাবল দৈত্য হিরণ্যাক্ষ গদা ধারণ পূর্বক আক্রমনের মাধ্যমে উদ্ধার কাজে বাধা দিল। সে সৃষ্টি ধ্বংসের উদ্দেশ্যে পৃথিবীকে চুরি করে গহীন পাতালে লুকিয়ে রাখে। এর ফলে ভগবানের ক্রোধ অত্যন্ত তীব্র হয়ে উঠে। তিনি লীলাচ্ছলে হিরণ্যাক্ষকে এমনভাবে বধ করলেন; সিংহ যেভাবে হাতিকে বধ করে। জল থেকে উঠে এলে ভগবানকে দেখে ব্রহ্মাদি সব দেবতা জোড় হাতে তাঁর স্তুতি করতে লাগলেন। সেই স্তুতিতে প্রসন্ন হয়ে বরাহ রূপী ভগবান নিজের ক্ষুর দ্বারা জলকে আটকে তার উপর পৃথিবীকে রেখেদিলেন। এভাবে বরাহ রূপ ধারণ করে বিষ্ণু ভগবান পৃথিবীকে তার দন্তের উপর ধারণ করে রক্ষা করলেন এবং সৃষ্টির শান্তি ফিরিয়ে আনলেন।

নৃসিংহ অবতার

হিরণ্যাক্ষ বধ হলে তার ভাই হিরণ্যকশিপু খুবই ক্ষুব্ধ হলো। সে ভগবানের মহা শত্রুতে পরিণত হলো। সে অজেয় বর লাভের জন্য কঠোর তপস্যা শুরু করল। তপস্যার কালে সে ব্রহ্মার কাছ থেকে দেবতা, মনুষ্য বা পশু ইত্যাদির হাতে তার মৃত্যু হবেনা এ বর লাভ করে। বর পেয়ে হিরণ্যকশিপুর প্রতাপ এতই প্রবল হলো যে, দেব-দানব সকলেই তার চরণ বন্ধনা করতে লাগলো। যারা ভগবানের পূজা করতো, হিরণ্যকশিপু তাদের কঠোর শাস্তি দিত। তার অত্যাচারে সর্বলোক এবং লোকপালেরা অতিষ্ট হয়ে উঠল। কোন দিক থেকে সাহায্য না পেয়ে তারা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে লাগল। দেবগণের স্তুতিতে প্রসন্ন হয়ে ভগবান বিষ্ণু হিরণ্যকশিপুকে বধের আশ্বাস দেন। দৈত্যরাজের অত্যাচার দিন দিন বেড়েই চলছিল। সে অত্যাচার এমন ভয়ানক হলো যে, ভগবানের নাম কীর্তনের অপরাধে নিজের ছেলে প্রহ্লাদকে পর্যন্ত সে হাজার রকম শাস্তি দিতে থাকল। প্রহ্লাদ ছোট কাল থেকেই খেলাধুলা না করে ভগবানের ধ্যানে তন্ময় হয়ে থাকত। প্রহ্লাদ ভগবানের পরম প্রিয় ভক্ত ছিল। মাঝে মাঝে অশুর বালকদের ধর্ম উপদেশ দিত। এ সংবাদ শুনে হিরণ্যকশিপু ভীষণ ক্ষুব্ধ হল। প্রহ্লাদকে রাজ সভায় ডেকে পাঠালো। প্রহ্লাদ খুবই নম্রভাবে হাত জোড়করে দৈত্যরাজের সামনে এসে দাড়ালো। তাকে দেখে দৈত্যরাজ ক্রুব্ধভাবে বললো, আরে মূর্খ! তুই বড়ই উদ্যত হয়ে গেছিস। তুই কার শক্তিতে নির্ভর হয়ে আমার আদেশের বিরুদ্ধে কাজ করছিস? উত্তরে প্রহ্লাদ বললো, “পিতা! ব্রহ্মা থেকে শুরু করে তৃণ পর্যন্ত সকল প্রাণীকে ভগবানই তার নিজের বশবর্তী করে রেখেছেন।

সেই পরেমশ্বরই নিজের শক্তি দ্বারা এ বিশ্ব সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করেন। আপনি আপনার এই অশুর প্রবৃত্তি ত্যাগ করুন। নিজের মনকে সকলের প্রতি উদার করুন"। প্রহ্লাদের কথা শুনে হিরণ্যকশিপুর শরীর ক্রোধে থরথর করে কাঁপতে লাগলো। সে প্রহ্লাদকে বললো, আরে দুর্মতি! তোর দুঃসাহস এখন শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে। তোর ভগবান যদি সব জায়গায় থাকে তাহলে স্তম্ভের মধ্যে তাকে দেখা যাচ্ছেনা কেন? একথা বলে সে সিংহাসণ থেকে ক্রোধে রক্তবর্ণ হয়ে লাফিয়ে পড়ল। স্তম্ভের সামনে এসে প্রচণ্ড শক্তিতে তার উপর মুষ্টাঘাত করল। মহূর্তের মাঝেই স্তম্ভের ভিতর থেকে নরসিংহ রূপধারী ভগবান বিষ্ণু আবির্ভুত হলেন। তার অর্ধাঙ্গ মানুষের এবং অর্ধাঙ্গ সিংহের। নরসিংহ রূপী ভগবান বিষ্ণু হিরণ্যকশিপুকে পাকড়াও করে আপন উরুতে রেখে নিপাতিত করলেন। এবং নিজের প্রিয় ভক্ত প্রহ্লাদকে রক্ষা করলেন। এভাবে ভগবান বিষ্ণু ত্রিলোক, দশদিকসহ দেবগণকে রক্ষা করেন।

(হিন্দুর ধর্মকথাঃ ৯০-৯১পৃষ্ঠা / দশ অবতার / ণৃসিংহ পুরাণ)

বামন অবতার

এক সময় দৈত্যরাজ বলি যুদ্ধে ইন্দ্রের কাছে পরাজিত হয়ে গুরুদেব শুক্রাচার্যের শরণাগত হয়েছিলো। শুক্রাচার্য বলির মনে দৈত্য ভাব জাগিয়ে তুললো। কিছুকাল পরে গুরুর কৃপায় বলি স্বর্গ অধিকার করল। প্রভুর বিচিত্র লীলা খেলায় গতকালের দেবরাজ ইন্দ্র আজ পথের ভিখারী। তিনি এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত নিজের মা অদিতির কাছে গিয়ে তাঁর স্বরণ নেন। ছেলের দুঃখে ব্যথিত হয়ে অদিতি পয়োব্রতের অনুষ্ঠান করলেন। ব্রতের শেষ দিন ভগবান আবির্ভুত হয়ে অদিতিকে বললেন, তুমি নিশ্চিত থাকো আমি তোমার পুত্ররূপে জন্ম নিব। ইন্দ্রের ছোট ভাই হয়ে তার মঙ্গল করব। একথা বলে তিনি অন্তর্হিত হয়ে গেলেন।

অবশেষে সেই শুভ সময় এসে গেল। অদিতির গর্ভ থেকে ভগবান বিষ্ণু “বামন” রূপে আবির্ভুত হলেন। ভগবানকে পুত্র রূপে পেয়ে অদিতির আনন্দের সীমা রইলনা। ভগবানকে বামন ব্রহ্মচারীর বেশে দেখে দেবতা ও মহর্ষিদেরও বিশেষ আনন্দ হল। কশ্যপমুনি নিজেই ভগবানের উপনয়নাধি সংস্কার সম্পন্ন করেন।

ইতিমধ্যে ভগবান বামন অবতার অবগত হলেন যে, বলিরাজ ভৃগুকচ্ছ নামক এক জায়গায় অশ্বমেদ যজ্ঞ করেছে। ভগবান ভৃগুকচ্ছের পথে যাত্রা করলেন। ভগবান বামন কোমরে মুঞ্জুসুতার কৌপীন এবং কাধে পৈতা ধারণ করেছিলেন। বগলে মৃগচর্মের আসন ছিল। মাথায় জটা ভার। এরকম বেঁটে ব্রাহ্মনের বেশে ভগবান বলির যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হলেন। তাকে দেখে বলির মন আনন্দে ভরপুর হয়ে গেল। তিনি ভগবানকে বসার জন্য শ্রেষ্ঠ আসন দিলেন। তারপর তিনি নানা উপাচারে ভগবানকে পূজা করলেন। এরপর বলি ব্রাহ্মন রূপধারী ভগবানকে কিছু চাইবার জন্য অনুরোধ করলে বামন তিন পদ জমি ভিক্ষা চাইলেন। শুক্রাচার্জ প্রভুর লীলা বুঝতে পারে। সে বলিকে দান দিতে নিষেধ করলো। কিন্তু বলি সত্য পালন থেকে বিচ্যুত হলেন না। তিনি সংকল্প করার জন্য জলপাত্র হাতে নিলেন। শুক্রাচার্জ নিজের শিষ্যের মঙ্গলের জন্য সূক্ষ রূপে জলপাত্রে প্রবেশ করলো। কমণ্ডলুর নল আটকে যাওয়াতে জল বেরুবার পথ বন্ধ হয়ে গেল। ভগবান একটি কুশ উঠিয়ে সেই কমণ্ডলুর নলের মধ্যে ডুকিয়ে দিলেন। শুক্রাচার্জের একটি চোখ কুশের খোঁচায় নষ্ট হয়ে গেল। বলির সংকল্প গ্রহণ শেষ হওয়া মাত্রই ভগবান বামনদেব এক পদে পৃথিবী অপর পদে স্বর্গ মেপে নিলেন। তৃতীয় পদ রাখার জন্য বলি নিজের মাথা পেতে দিয়ে নিজেকে সঁপে দিলেন। বলি এভাবে আত্মসমর্পন করায় ভগবান খুব প্রসন্ন হলেন। তিনি বলিকে সুতলোকের রাজত্ব দিয়ে দিলেন। ইন্দ্রকে স্বর্গের রাজা করে দিলেন।

(হিন্দুর ধর্মকথাঃ ৯২-৯৩ পৃষ্ঠা)